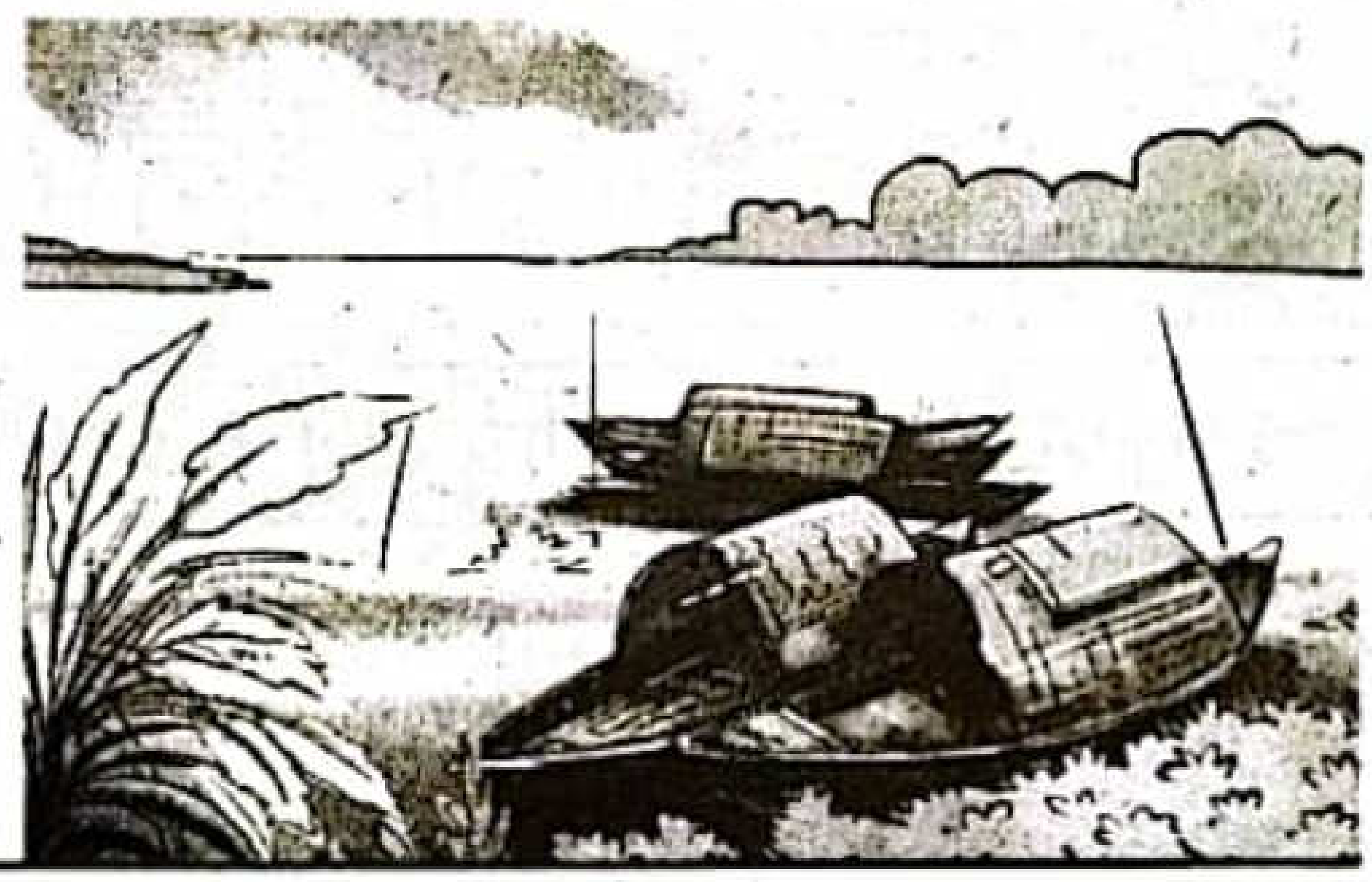

পাঠ ১৩

নদীর দেশ

পাঠের মূলকথা

বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র এদেশের বড়ো নদী। ব্রহ্মপুত্র নদ ও পদ্মা নদী হিমালয় থেকে জন্ম নিয়ে এ দেশে ঢুকেছে। পদ্মার ইলিশ খুব বিখ্যাত। এ নদীতে কুমির আকৃতির ঘড়িয়াল দেখা যায়। মেঘনা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। এ নদীতে ডলফিন দেখা যায়। বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী কর্ণফুলীর জন্ম ভারতের লুসাই পাহাড়ে। বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে আলাদা করেছে নাফ নদী। হরিণটানা, বলেশ্বর, নীলকমল প্রভৃতি নদী সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। ডিম ছাড়ার সময় হলে মা-মাছ হালদা নদীতে এসে ভিড় করে। আগুনমুখা, দুধকুমার, ধানতারা, ধানসিঁড়ি প্রভৃতি নানা নামের নদী আছে এদেশে। নদীগুলো এ দেশের প্রাণ। সাপের মতো পেঁচানো সোমেশ্বরী নদী যেমন বালুকণা বয়ে আনে তেমনই পাহাড়ি ঢলের সময় ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে পিয়াইন নদী। অথচ মানুষ অন্যায়ভাবে এসব নদীর গতিপথ আটকে দিয়েছে। ফলে অসংখ্য নদী ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। নদীতে পলিথিন, ময়লা-আবর্জনা ফেলে নদীর পানি দূষিত করা হচ্ছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ময়লায় কালো হয়ে গেছে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে, বাঁচাতে হবে। আমাদের সবার মনে রাখতে হবে– নদী বাঁচলে বাঁচব আমরা, বাঁচবে বাংলাদেশ।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

পাঠ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমি যে যোগ্যতা অর্জন করব–

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।
৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলাযোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।
৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।
১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা; ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।
১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।
১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/ শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা : ৬ | পিরিয়ড বিভাজন :

পিরিয়ড-৫৩	বাংলাদেশ নদীর .... বাংলাদেশে ঢুকেছে।
পিরিয়ড-৫৪	বাংলাদেশ নদীর........... গিয়ে মিশেছে মেঘনা।
পিরিয়ড-৫৫	বাংলাদেশ নদীর .... বেশ খরস্রোতা।
পিরিয়ড-৫৬	বাংলাদেশের আরেকটি .... কী শক্তি।
পিরিয়ড-৫৭	বাংলাদেশের আরেকটি........ বাংলাদেশ বাঁচবে।
পিরিয়ড-৫৮	পুনরালোচনা।

[সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা]

বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই–

ধানসিঁড়ি	পদ্মা	ব্রহ্মপুত্র	এঁকেবেঁকে	শান্ত	স্রোত	পর্বত	জন্ম	ঘড়িয়াল	বঙ্গোপসাগর
পাহাড়	লুসাই	কর্ণফুলী	খরস্রোতা	হালদা	বলেশ্বর	নীলকমল	কাঁকড়া	প্রজাতি	সোমেশ্বরী
বালুকণা	দূষিত	পরিষ্কার	ব্যবহার	বাঁচবে					

বাংলা

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর (৯) চলো, পারি কি না দেখি

১ শব্দ শিখি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৮

স্রোত, খরস্রোতা, দূষিত, ডলফিন, বিখ্যাত।

উত্তর :

স্রোত — পানির প্রবাহ।
খরস্রোতা — অনেক স্রোত আছে যার।
দূষিত — নষ্ট।
ডলফিন — তিমি জাতীয় জলজ প্রাণী।
বিখ্যাত — নামকরা।

২ বাক্য বানাই ও লিখি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৮

এঁকেবেঁকে ....
স্রোত ....
শান্ত ....
শখ ....
শক্তি ....

উত্তর :

এঁকেবেঁকে — নদী এঁকেবেঁকে চলে।
স্রোত — কর্ণফুলী নদীর স্রোত বেশি।
শান্ত — ছেলেটি খুব শান্ত।
শখ — আমার শখ নদী ভ্রমণ।
শক্তি — হাতি শক্তিশালী প্রাণী।

৩ সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৯

১. ছোটো নদী—
ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. ধানতারা ঘ. যমুনা
উত্তর : গ. ধানতারা।

২. হিমালয় পর্বতে জন্ম—
ক. পদ্মা নদীর খ. কর্ণফুলী নদীর
গ. যমুনা নদীর ঘ. আত্রাই নদীর
উত্তর : ক. পদ্মা নদীর।

৩. বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে—
ক. কর্ণফুলী খ. নাফ
গ. পিয়াইন ঘ. বুড়িগঙ্গা
উত্তর : খ. নাফ।

৪. প্রতিবেশী দেশকে দেখার শখ—
ক. আত্রাই নদীর খ. যমুনা নদীর
গ. হালদা নদীর ঘ. ধলেশ্বরী নদীর
উত্তর : ক. আত্রাই নদীর।

৪ বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৯

হিমালয় থেকে যাত্রা শুরু করেছে	হালদা নদী
বঙ্গোপসাগরে মিশেছে	সোমেশ্বরী নদী
ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম	পিয়াইন নদী
মা-মাছেরা ডিম ছাড়ার জন্য আসে	পদ্মা নদী
সাপের মতো পেঁচিয়ে চলেছে	মেঘনা নদী
ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে	কর্ণফুলী নদী

উত্তর :

হিমালয় থেকে যাত্রা শুরু করেছে	পদ্মা নদী
বঙ্গোপসাগরে মিশেছে	মেঘনা নদী
ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম	কর্ণফুলী নদী
মা-মাছেরা ডিম ছাড়ার জন্য আসে	হালদা নদী
সাপের মতো পেঁচিয়ে চলেছে	সোমেশ্বরী নদী
ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে	পিয়াইন নদী

৫ উত্তর বলি ও লিখি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৯

প্রশ্ন ক. কোন নদীর ইলিশ বিখ্যাত?
উত্তর : পদ্মা নদীর ইলিশ বিখ্যাত।

প্রশ্ন খ. হরিণটানা নদী কোন বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে?
উত্তর : হরিণটানা নদী সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে।

প্রশ্ন গ. কোন নদীর পানি ময়লায় কালো হয়ে গেছে?
উত্তর : ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ময়লায় কালো হয়ে গেছে।

৬ তিনটি বড়ো নদী ও তিনটি ছোটো নদীর নাম লিখি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৯

উত্তর : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ছোটো-বড়ো অনেক নদী আছে এই দেশে।

তিনটি বড়ো নদীর নাম হলো— পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।
তিনটি ছোটো নদীর নাম হলো— ধানতারা, ধানসিঁড়ি, আগুনমুখা।

৭ একটি নদীর ছবি আঁকি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৯

উত্তর :

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে পিরিয়ডভিত্তিক অনুশীলন শিখে নিই

পিরিয়ড ৫৩ বাংলাদেশ নদীর .... বাংলাদেশে ঢুকেছে।

প্রশ্ন ১. তিনটি নদীর নাম লেখ। ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : তিনটি নদীর নাম হলো— পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।

প্রশ্ন ২. ব্রহ্মপুত্র নদ কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন ৩. নদীগুলো কীভাবে ছড়িয়ে আছে?

উত্তর : নদীগুলো জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

প্রশ্ন ৪. নদী কীভাবে চলে গেছে?

উত্তর : নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

প্রশ্ন ৫. নিচের অনুচ্ছেদে কী কী নদীর নাম ও বড়ো নদী আছে তা লেখ।

বাংলাদেশ নদীর দেশ। শত শত নদী আছে এই দেশে। জালের মতো জড়িয়ে আছে সেগুলো। সেগুলোর কত সুন্দর সুন্দর নাম। মুখে আগুন নেই, কিন্তু নদীর নাম আগুনমুখা। আবার আরেকটার নাম দুধকুমার, যেন দুধের নদী। ধানের নামে মিলিয়ে নাম— ধানতারা, ধানসিঁড়ি। এগুলো ছোটো নদী। বড়ো বড়ো নদীও আছে— পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র।

উত্তর : উপরের অনুচ্ছেদে যে সকল নদীর নাম আছে —
ক. আগুনমুখা, খ. দুধকুমার, গ. ধানতারা, ঘ. ধানসিঁড়ি, ঙ. পদ্মা, চ. মেঘনা, ছ. যমুনা, জ. ব্রহ্মপুত্র।
উপরের অনুচ্ছেদে বড়ো নদীগুলো হলো— পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র।

প্রশ্ন ৬. নিচের শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ।

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, শান্ত, স্রোত, জন্ম। ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
পদ্মা	পদ্‌দাঁ
ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো
শান্ত	শান্‌তো
স্রোত	স্রোত্
জন্ম	জন্‌মো

পিরিয়ড ৫৪ বাংলাদেশ নদীর ...., গিয়ে মিশেছে মেঘনা।

প্রশ্ন ৭. ঘড়িয়াল দেখতে কেমন? ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : ঘড়িয়াল দেখতে কুমিরের মতো।

প্রশ্ন ৮. কোন নদীতে ঘড়িয়াল দেখা যায়?

উত্তর : পদ্মা নদীতে ঘড়িয়াল দেখা যায়।

প্রশ্ন ৯. কোন নদীতে একসময় ডলফিন দেখা যেত?

উত্তর : মেঘনা নদীতে একসময় ডলফিন দেখা যেত।

প্রশ্ন ১০. কোন নদীর মাছ বিখ্যাত?

উত্তর : পদ্মা নদীর মাছ বিখ্যাত।

প্রশ্ন ১১. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের অনুচ্ছেদটি পূরণ কর।

ইলিশ	কুমিরের	ঘড়িয়াল	পদ্মা

হিমালয় থেকে জন্ম নিয়েছে এমন আরেক নদী ———। পদ্মা নদীর ——— খুব বিখ্যাত। এই নদীতে ——— দেখা যায়। ঘড়িয়াল দেখতে ——— মতো।

উত্তর : হিমালয় থেকে জন্ম নিয়েছে এমন আরেক নদী **পদ্মা**। পদ্মা নদীর **ইলিশ** খুব বিখ্যাত। এই নদীতে **ঘড়িয়াল** দেখা যায়। ঘড়িয়াল দেখতে **কুমিরের** মতো।

পিরিয়ড ৫৫ বাংলাদেশ নদীর .... বেশ খরস্রোতা।

প্রশ্ন ১২. নিচের শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ।

প্রতিবেশী, জন্ম, কর্ণফুলী, খরস্রোতা।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
প্রতিবেশী	প্রোতিবেশি
জন্ম	জন্‌মো
কর্ণফুলী	কর্‌নোফুলি
খরস্রোতা	খরোস্‌স্রোতা

প্রশ্ন ১৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ক. খরস্রোতা নদী কোনটি?

উত্তর : খরস্রোতা নদী কর্ণফুলী।

প্রশ্ন খ. মায়ানমার ও বাংলাদেশকে ভাগ করেছে কোন নদী?

উত্তর : মায়ানমার ও বাংলাদেশকে ভাগ করেছে নাফ নদী।

পিরিয়ড ৫৬ বাংলাদেশের আরেকটি .... কী শক্তি।

প্রশ্ন ১৪. যুক্তবর্ণ বিভাজন করে শব্দ গঠন কর।

প্রিয়, বলেশ্বর, শক্তি।

উত্তর :

প্রিয়	প্রি	প + ্র (র-ফলা)	প্রথম, প্রকার
বলেশ্বর	শ্ব	শ + ব-ফলা	অশ্ব, আশ্বিন
শক্তি	ক্ত	ক + ত	শক্ত, পোক্ত

প্রশ্ন ১৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ক. হালদা নদী কার কাছে প্রিয়?

উত্তর : হালদা নদী মা মাছের কাছে প্রিয়।

প্রশ্ন খ. ডিম ছাড়ার জন্য মা মাছ কোথায় আসে?

উত্তর : ডিম ছাড়ার জন্য মা মাছ হালদা নদীতে আসে।

প্রশ্ন গ. সাপের মতো পেঁচানো নদীটির নাম কী?

উত্তর : সাপের মতো পেঁচানো নদীটির নাম সোমেশ্বরী।

পিরিয়ড ৫৭ বাংলাদেশের আরেকটি........ বাংলাদেশ বাঁচবে।

প্রশ্ন ১৬. নিচের শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ।
দুঃখ, দূষিত, ময়লা-আবর্জনা, উপযোগী, ভরাট।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
দুঃখ	দুক্‌খো
দূষিত	দুশিতো
ময়লা-আবর্জনা	ময়্‌লা-আবোর্‌জোনা
উপযোগী	উপোজোগি
ভরাট	ভরাট্

প্রশ্ন ১৭. নিজেরা প্রশ্ন বানাই ও উত্তর লিখি।

প্রশ্ন ক. নদীর দেশ কোনটি?

উত্তর : নদীর দেশ বাংলাদেশ।

প্রশ্ন খ. বুড়িগঙ্গার পানি কেন কালো হয়ে যাচ্ছে?

উত্তর : ময়লার কারণে বুড়িগঙ্গার পানি কালো হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন গ. পাহাড়ি ঢলের সময় পাথর বয়ে আনে কোন নদী?

উত্তর : পাহাড়ি ঢলের সময় পাথর বয়ে আনে পিয়াইন নদী।

পিরিয়ড ৫৮ পুনরালোচনা।

প্রশ্ন ১৮. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ক. তোমার দেখা নদীর নাম কী? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : আমার দেখা নদীর নাম বুড়িগঙ্গা।

প্রশ্ন খ. নদীতে স্রোত নেই কেন? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : ময়লা-আবর্জনা আর জায়গা ভরাটের কারণে বুড়িগঙ্গা নদীতে স্রোত নেই।

প্রশ্ন গ. বুড়িগঙ্গা নদীর পানির রং কেমন? কেন এমন হয়েছে? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : বুড়িগঙ্গা নদীর পানির রং কালো। ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে নদীর পানি কালো হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঘ. নদী শুকিয়ে গেছে কেন? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা ও নদী ভরাটের কারণে নদী শুকিয়ে গেছে।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

প্রশ্ন ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

দুঃখ, দূষিত, ময়লা-আবর্জনা, উপযোগী, ভরাট। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর :

শব্দ	শব্দার্থ
দুঃখ	বেদনা
দূষিত	কলুষিত
ময়লা-আবর্জনা	বর্জ্য
উপযোগী	যোগ্য/উপযুক্ত/অনুকূল
ভরাট	পূরণ/পূর্ণ

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

প্রশ্ন ২. বাংলাদেশকে নদীর দেশ বলা হয় কেন? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : বাংলাদেশে শত শত নদী আছে তাই এ দেশকে নদীর দেশ বলা হয়।

প্রশ্ন ৩. পদ্মা নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : পদ্মা নদী হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন ৪. বাঘাইড় মাছ কোন নদীতে বেশি পাওয়া যায়? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : যমুনা নদীতে বাঘাইড় নামের বড়ো মাছ পাওয়া যায়।

সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

প্রশ্ন ৫. এদেশের নদ-নদী কীভাবে বাঁচানো যায়?

উত্তর : এদেশের নদ-নদীতে পলিথিন, ময়লা-আবর্জনা না ফেলা, নদী ভরাট না করা, নাব্যতা রক্ষার জন্য নদীর তলদেশ নিয়মিত খনন করা ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলো বাঁচানো যায়।

প্রশ্ন ৬. মেঘনা নদীর পানির রং কেমন? কেন এমন হয়েছে? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : মেঘনা নদীর পানির রং ঘোলাটে। কারণ এ নদীর পানির সাথে বালুকণা প্রবাহিত হয়।

প্রশ্ন ৭. নদীতে স্রোত থাকে না কেন? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : নদীর পানিতে প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে তাতে স্রোত থাকে না।

প্রশ্ন ৮. নদী মরে যাচ্ছে কেন?

উত্তর : মানুষ অকারণে নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে এবং বাড়ি-ঘর তৈরি করে নদীর ভরাট করছে। ফলে নদী মরে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ৯. কোন নদীর উৎপত্তি ও সমাপ্তি বাংলাদেশে?

উত্তর : আত্রাই নদীর উৎপত্তি ও সমাপ্তি বাংলাদেশে। এ নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন ১০. হালদা নদী কী জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : ডিম ছাড়ার জন্য মা-মাছ হালদা নদীতে আসে। এজন্য হালদা নদী বিখ্যাত।

প্রশ্ন ১১. এদেশের নদ-নদী কীভাবে দূষিত হচ্ছে?

উত্তর : এদেশের নদ-নদী পলিথিন আর ময়লা-আবর্জনা ফেলায় নোংরা ও দূষিত হচ্ছে।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

প্রশ্ন ১২. বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ।

দুঃখের কথা কি জানো এত সুন্দর সুন্দর নদী কিন্তু এদের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে আমরাই নদীতে পলিথিন আর ময়লা-আবর্জনা ফেলছি নদীকে নোংরা করছি ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : দুঃখের কথা কি জানো? এত সুন্দর সুন্দর নদী! কিন্তু এদের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। আমরাই নদীতে পলিথিন আর ময়লা-আবর্জনা ফেলছি। নদীকে নোংরা করছি।

প্রশ্ন ১৩. নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখি।

নদী, শখ, পাহাড়, আগুন, সাপ, বন।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
নদী	গাং, তটিনী, প্রবাহিণী
শখ	ইচ্ছা, অভিলাষ, পছন্দ
পাহাড়	গিরি, ভূধর, অচল
আগুন	অগ্নি, পাবক, বহ্নি
সাপ	সর্প, ফণী, নাগ
বন	অরণ্য, কানন, বনানী

প্রশ্ন ১৪. নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।

জন্ম, আসা, পরিষ্কার, শক্তি, নোংরা, ভরাট, সুন্দর।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
জন্ম	মৃত্যু
আসা	যাওয়া
পরিষ্কার	অপরিষ্কার
শক্তি	দুর্বল, নিস্তেজ
নোংরা	পরিষ্কার
ভরাট	খালি
সুন্দর	কুৎসিত

প্রশ্ন ১৫. সঠিক উত্তরটি লেখ। ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

১. **কোন বানানটি সঠিক?**
ক. আগুণ খ. মেগনা
গ. বাঁশঝাড় ঘ. চাদ
উত্তর : গ. বাঁশঝাড়।

২. **কোন বাক্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) ব্যবহৃত হয়েছে?** ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা
ক. আমি গান গাই খ. তোমার নাম কী
গ. বাহ কী সুন্দর ঘ. আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি
উত্তর : খ. তোমার নাম কী?

৩. **কোন শব্দটিতে দ ও ধ যুক্ত শব্দ আছে?** ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা
ক. সদ্ব্যবহার খ. বন্দ
গ. ধ্বনি ঘ. মুক্তিযুদ্ধ
উত্তর : ঘ. মুক্তিযুদ্ধ।

৪. **নদীর তীর ধরে.......চলছে। ফাঁকা জায়গায় কোন শব্দটি বসবে?** ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা
ক. শালিক খ. মেঘ
গ. নৌকা ঘ. আকাশ
উত্তর : গ. নৌকা।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

প্রশ্ন ১৬. নিচের শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ।

প্রিয়, মা-মাছ, কাঁকড়া, বলেশ্বর, প্রজাতি, শক্তি, বিখ্যাত, পরিষ্কার। ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
প্রিয়	প্রিয়ো
মা-মাছ	মা-মাছ্
কাঁকড়া	কাঁক্ড়া
বলেশ্বর	বোলেশ্শর
প্রজাতি	প্রোজাতি
শক্তি	শোক্তি
বিখ্যাত	বিখ্খাতো
পরিষ্কার	পোরিশ্কার

প্রশ্ন ১৭. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

প্রজাতি; প্রিয়; বালুকণা; শক্তি; নদী।

আমি হাশিমপুরে থাকি। এই গ্রামটি আমার খুব ——। আমাদের উঠানের পাশেই বিভিন্ন —— ফুলের গাছ। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ——। নদীরও রয়েছে অনেক ——। স্রোতের সাথে —— নিয়ে আসায় আমাদের নদীর ঘাটে কাদা নেই। ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : আমি হাশিমপুরে থাকি। এই গ্রামটি আমার খুবই **প্রিয়**। আমাদের উঠানের পাশেই বিভিন্ন **প্রজাতির** ফুলের গাছ। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে **নদী**। নদীরও রয়েছে অনেক **শক্তি**। স্রোতের সাথে **বালুকণা** নিয়ে আসায় আমাদের নদীর ঘাটে কাদা নেই।

প্রশ্ন ১৮. যুক্তবর্ণ বিভাজন করে শব্দ গঠন করি।

কিন্তু, পদ্মা, শান্ত, ব্রহ্মপুত্র, জন্ম, পর্বত। ▶ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর :

কিন্তু	ন্তু	ন + ত + (ু) উ-কার	জন্তু, অন্তু
পদ্মা	দ্ম	দ + ম	পদ্ম, ছদ্মবেশী
শান্ত	ন্ত	ন + ত	জ্যান্ত, প্রান্ত
ব্রহ্মপুত্র	হ্ম	হ + ম	ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম
জন্ম	ন্ম	ন + ম	তন্ময়, চিন্ময়
পর্বত	র্ব	ব + (´) রেফ	কর্ম, বর্ম

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষক/অভিভাবকগণ নিচের **'পাঠোত্তর মূল্যায়ন ও নির্দেশনা ছক'** ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য স্থানে টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে অগ্রগতি যাচাই করবেন। কোনো শিখনযোগ্যতা/নির্দেশকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তা পুনরায় অনুশীলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিখনযোগ্যতা/ পারদর্শিতার সূচক	সাহায্য প্রয়োজন	ভালো	উত্তম
যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পেরেছে।			
সাবলীলভাবে পাঠটি পড়তে পেরেছে।			
যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ লিখতে পেরেছে।			
পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পেরেছে।			
বিষয় সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখতে পেরেছে।			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন** সময় :...............

শিক্ষার্থীর নাম :.. শ্রেণি :.................................. রোল নম্বর : ☐

১। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরটি লেখ।

১. ছোটো নদী–
ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. ধানতারা ঘ. যমুনা

২. হিমালয় পর্বতে জন্ম–
ক. পদ্মা নদীর খ. কর্ণফুলী নদীর
গ. যমুনা নদীর ঘ. আত্রাই নদীর

৩. বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে–
ক. কর্ণফুলী খ. নাফ
গ. পিয়াইন ঘ. বুড়িগঙ্গা

৪. প্রতিবেশী দেশকে দেখার শখ–
ক. আত্রাই নদীর খ. যমুনা নদীর
গ. হালদা নদীর ঘ. ধলেশ্বরী নদীর

২। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল কর।

হিমালয় থেকে যাত্রা শুরু করেছে	হালদা নদী
বঙ্গোপসাগরে মিশেছে	সোমেশ্বরী নদী
ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম	পিয়াইন নদী
মা-মাছেরা ডিম ছাড়ার জন্য আসে	পদ্মা নদী
সাপের মতো পেঁচিয়ে চলেছে	মেঘনা নদী
ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে	কর্ণফুলী নদী

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক. ব্রহ্মপুত্র নদ কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
খ. বাংলাদেশকে নদীর দেশ বলা হয় কেন?
গ. বাঘাইড় মাছ কোন নদীতে বেশি পাওয়া যায়?
ঘ. মেঘনা নদীর পানির রং কেমন? কেন এমন হয়েছে?

উত্তরমালা

১ ▸ (১) গ. ধানতারা।
(২) ক. পদ্মা নদীর।
(৩) খ. নাফ।
(৪) ক. আত্রাই নদীর।

২ ▸

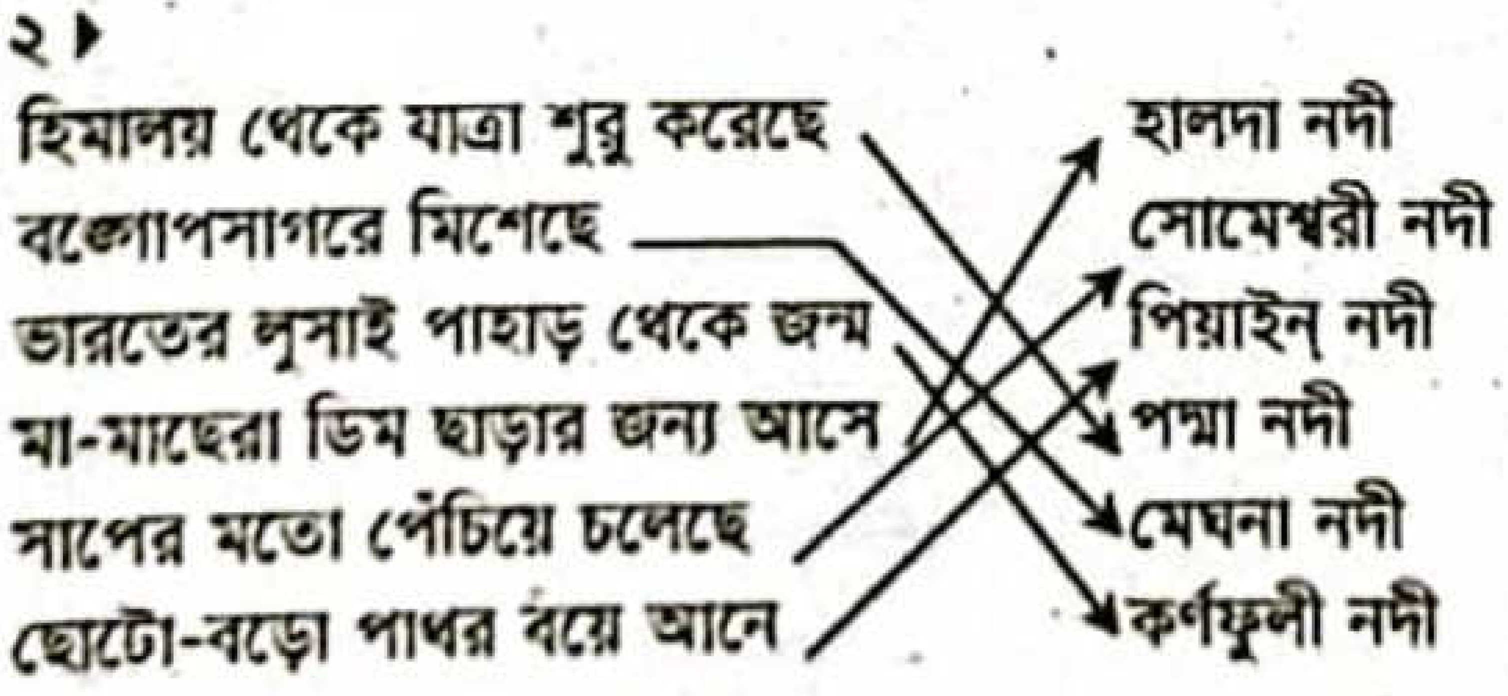

৩ ▸ ক. ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
খ. বাংলাদেশে শত শত নদী আছে তাই এ দেশকে নদীর দেশ বলা হয়।
গ. যমুনা নদীতে বাঘাইড় নামের বড়ো মাছ পাওয়া যায়।
ঘ. মেঘনা নদীর পানির রং ঘোলাটে। কারণ এ নদীর পানির সাথে বালুকণা প্রবাহিত হয়।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐